'আছে মুরগি, দেশি মুরগি, মুরগি নিবেন মুরগিইইইই' বলে রাস্তায় ফেরিওয়ালা চেঁচাচ্ছে। সেই শব্দে জয়ার ঘুম ভেঙে গেলো। মুরগিওয়ালা রাস্তা দিয়ে এখনো ন্যাকা স্বরে 'আছে মুরগি, মুরগি নিবেন মুরগিইইইই' বলে চেঁচাচ্ছে। জয়া বিরক্ত হয়ে কম্বল পেঁচিয়ে আবার ঘুমুতে নেয় আর তক্ষুনি তার মনে পড়ে যায়, ইশকুল!

জয়া ধড়ফড়িয়ে উঠে ঘড়ির দিকে তাকায় আর অবাক হয়ে যায়। অবিশ্বাসের সাথে দেখে সকাল ৮টা বাজে। সে চোখ কচলে আবার তাকায়, কিন্তু ঘড়ির তাতে কিছুই যায় আসে না, ঘড়িতে তখনো ৮টাই বাজে, কয়েক সেকেন্ড এগিয়ে গেছে বরং। জয়া ভয় পেয়ে যায়, কষ্টও পায়, ইশকুলে যেতে দেরি হয়ে যাবে? অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে না?

মন খারাপ করে জয়া বিছানা থেকে উঠল। গোসলঘরে গেলো তৈরি হওয়ার জন্য। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে, ইশকুল-পোশাক পরে বের হয়ে খাবার ঘরের দিকে গেলো। গিয়ে দেখে তাকে রেখেই বাবা আর মা নাশতা খেতে বসে গেছে। সে তো অবাক! এ রকম তো কখনো হয় না। মা তো নিজে ঘুম থেকে উঠার পরেই 'জয়া ওঠো জয়া ওঠো' বলে চেঁচায়! আজ যে সে দেরি করে উঠলো, কিছু তো বললোই না, উল্টো তাকে রেখেই নাশতা খেতে বসে গেছে?